না
না
না
না
না
না
না
না
তারাশঙ্করের
না

সরোজ মুখার্জির প্রযোজনায়
নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃ-র নিবেদন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

না

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ শ্রীতারাশঙ্কর

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ শচীন গুপ্ত ★ গীত রচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্র শিল্পী ঃ বিভূতি চক্রবর্ত্তী ★ পরিদর্শক ঃ নারায়ণ ঘোষ
প্রধান কর্ম্মসচিব ঃ সমর ঘোষ ★ শিল্প নির্দ্দেশক ঃ সুনীল সরকার
সম্পাদনা ঃ রবীন দাস ★ শব্দ যন্ত্রী ঃ জে. ডি. ইরাণি
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা ঃ প্রমোদ সরকার ★ রূপ সজ্জা ঃ শৈলেন গাঙ্গুলী
যন্ত্র সঙ্গীত ঃ ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা ★ পটশিল্পী ঃ কবীন্দ্র দাস গুপ্ত
আলোক সম্পাত ঃ হেমন্ত দাস ★ স্থির চিত্র ঃ শিল্প মন্দির
ব্যবস্থাপনা ঃ মাণিকলাল দাস ও অসিত বসু ★ কারু-শিল্পী ঃ হরেন দাস
পরিস্ফুটন ঃ ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাব্ ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাব্

প্রচার পরিচালনা ঃ শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় ঃ ভোলানাথ লাহিড়ী ★ সঙ্গীতে ঃ সমরেশ রায় ★ শব্দ যন্ত্রে ঃ সন্তু বোস
সম্পাদনায় ঃ অনিল সরকার ★ আলোক চিত্রে ঃ বীরেন ভট্টাচার্য্য ★ রূপ সজ্জায় ঃ নিতাই সরকার
আলোক সম্পাতে ঃ বিনয়, অনিল, তারাপদ, ধ্রুব

● নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ●

গায়ত্রী বসু, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন মজুমদার

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ○

দি আর্মারি (বন্দুক বিক্রেতা, ৪-বি ম্যাডান ষ্ট্রীট),
গোবিন্দ রায়, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

○ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'রীভস' শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত ○

পরিবেশক ঃ শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স লিমিটেড

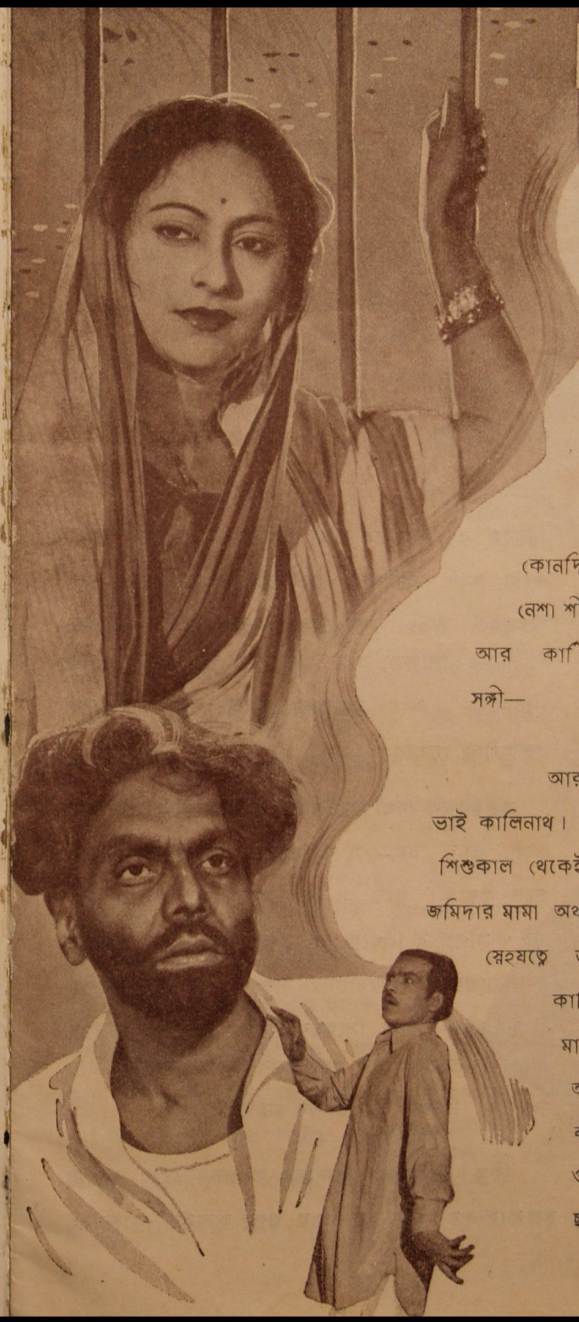

তারাশঙ্করের

না

গল্পাংশ

জমিদারের একমাত্র ছেলে অনন্ত। লেখা-পড়ার ধার দিয়েও সে কোনদিন হাঁটে 'নি। তার প্রচণ্ড নেশা শীকারের। বন্দুক, রাইফেল আর কার্ট্রিজই তার পরম প্রিয় সঙ্গী—

আর প্রিয় সঙ্গী তার পিসতুতো ভাই কালিনাথ। কালিনাথ এম. এ পাশ। শিশুকাল থেকেই সে পিতৃমাতৃহীন। তার জমিদার মামা অর্থাৎ অনন্তের বাবাই পরম স্নেহযত্নে তাকে মানুষ করেছেন। কালিনাথের অভিভাবক ওই মামা আর মামীমা-ই। তাঁরা অনন্ত ও কালিনাথের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। যেহেতু ওরা দুজনে শুধু সম্পর্কে ভাই ছাড়াও পরম প্রিয় আর

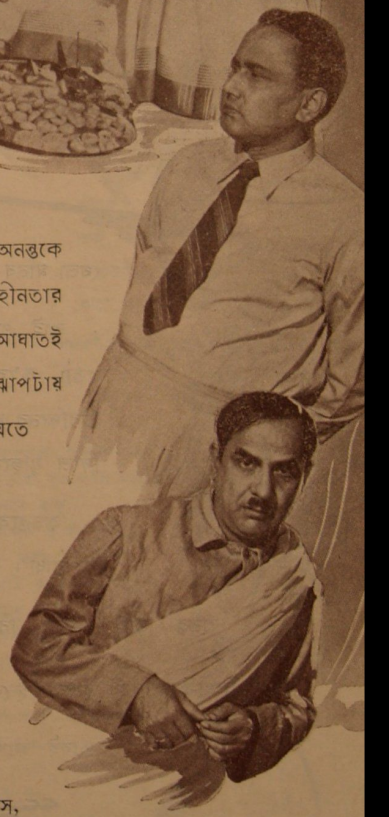

অন্তরঙ্গ বন্ধু, অতএব স্থির হলো, অনন্ত কালিনাথের জন্যে আর কালিনাথ অনন্তের জন্যে পাত্রী দেখে আসবে। সুতরাং অশিক্ষিত অনন্ত গেলো শিক্ষিত কালিদা'র শিক্ষিতা আর আধুনিকা ভাবী-বধু মীনাকে দেখতে। আর কালিনাথ গেলো স্নিগ্ধ-শান্ত-শ্রীময়ী ব্রজরাণীকে দেখতে।

ব্রজরাণীকে দেখা মাত্রই কিন্তু কালিনাথ যে শুধু মুগ্ধ হ'লো তা-ই নয়,—সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লো ব্রজরাণীকে লাভ করতে। ফলে, সে বাড়ী ফিরে এমন দুখানা চিঠি দুই পাত্রীপক্ষকে লিখলে, যার ফলে মীনার বাবা কিছুতেই কালিনাথের হাতে মেয়ে দিতে রাজী হ'লেন না। এরপর অঘটন ঘটন-পটীয়স সিদ্ধেশ্বর ঘটকের কারসাজিতে স্থির হ'লো কালিনাথের সঙ্গে ব্রজর আর অনন্তের সঙ্গে মীনার বিবাহ। শিক্ষিত কালিনাথের চক্রান্ত সফল হ'লো।

কিন্তু অশিক্ষিত অনন্তের জীবনে এলো অশান্তি আর অকল্যাণের প্লাবন। স্কুল কলেজের সনদ আদায়ের ওপর অনন্তের কোনদিনই

• রূপায়ণে •

সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়
রবীন মজুমদার, মলিনা
ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী
সুমিতা সিংহ (নবাগতা)
গুরুদাস, হরিধন, সন্তোষ
সিংহ, নিভাননী, রূপেন
রেখা চ্যাটার্জি, নমিতা
আশা দেবী, শশী রায়
শিবু মুখার্জি, মায়া, সম্পা
অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য

ঝোঁক ছিলো না। সে ছিলো সরল, সাহসী আর সত্যাশ্রয়ী মানুষ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার আগুনে লেলিহান মীনা অনন্তকে ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই তার শিক্ষাহীনতার ওজুহাতে শুধু যে তাকে আঘাতের পর আঘাতই দিলো তাই নয়, মীনার অগ্নিগর্ভ পাথার ঝাপটায় সহজ, সরল অনন্ত পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে লাগলো।

ওদিকে কালিনাথের জীবনে ব্রজরাণী এসেছে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতোই। আদর্শ সুখী দম্পতি তারা। তবু কিন্তু কালিনাথ মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে অনন্তের ব্যর্থ জীবন লক্ষ্য করে। অনন্তের জন্যে ব্রজরাণীর মনে জমে ওঠে জননীর স্নেহ আর ভগ্নীর ভালোবাসা। অনন্তও ব্রজরাণীকে মায়ের মতো ভালোবাসে, দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে।

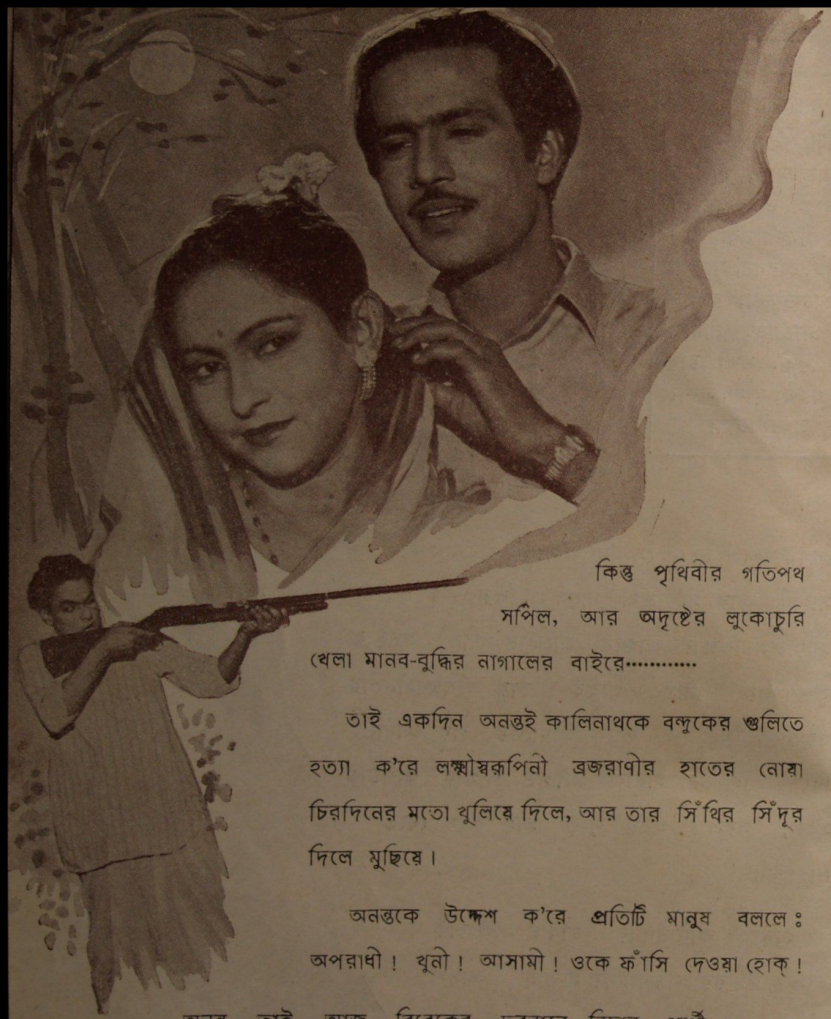

কিন্তু পৃথিবীর গতিপথ
সর্পিল, আর অদৃষ্টের লুকোচুরি
খেলা মানব-বুদ্ধির নাগালের বাইরে.....

তাই একদিন অনন্তই কালিনাথকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা ক'রে লক্ষ্মীস্বরূপিনী ব্রজরাণীর হাতের নোয়া চিরদিনের মতো খুলিয়ে দিলে, আর তার সিঁথির সিঁদুর দিলে মুছিয়ে।

অনন্তকে উদ্দেশ ক'রে প্রতিটি মানুষ বললেঃ অপরাধী! খুনী! আসামী! ওকে ফাঁসি দেওয়া হোক্!

অনন্ত তাই আজ বিবেকের দরবারে বিচার প্রার্থী.....

কিন্তু স্বামী-হন্তাকে কি ব্রজরাণীই কোনদিন ক্ষমা করতে পেরেছিলো?

তারই আশ্চর্য্য উত্তরঃ

"না"

সঙ্গীতাঞ্জলি

(১)

মোর জীবনের পরমোৎসব রাতি
সুন্দরতর হলো আজি সুন্দর
বহু দিবসের স্বপনের আরাধনা
সার্থক আজি পূর্ণ এ অন্তর।

ধন্য আমার আমিরে তোমাতে জ্বালো
তব মনি-দীপে এ প্রণয় করো আলো
কণ্ঠেতে নাও রাগ-রঞ্জিত মালা
গন্ধে সমীর হোক্ মৃদু-মন্থর।

মৌন আমার আঁখির কবিতা খানি
তব নয়নের বাণীহারা সঙ্গীতে
নবীন ছন্দে হলো আনন্দ-গীতি
মহামিলনের রাগিনীর ইঙ্গিতে।

প্রেমের জীবনে আমরা চিরন্তনী
নূতনের রূপে ফিরে আসি পুরাতনী
আবার মিলেছি এ জনম-নদী-স্রোতে
অনাদিকালের দুটি প্রেম-নিঝর।

(২)

কতো সুন্দর তুমি সে কথা কি জানো জানো?
কাজল আঁখির পাতে কী মায়া জড়ানো
সে কি জানো জানো?

শুভ্র ললাট ভরা শ্বেত চন্দন
জানো কি আননে তব মানায় কেমন?

কুম্‌কুম টিপ্ খানি কী ছাঁদে আঁকানো
সে কি জানো জানো!

অধরেতে মৃদু হাসি মুখে কথা বলোনা
তাই নিয়ে ফাল্গুনী রচি আমি ললনা
করবীর কুন্তলে করবীর মালা
আরো অপরূপ কতো সে কি জানো বালা?

স্বপ্নালী সাধ মম তোমাতে ভরানো
সে কি জানো জানো?

(৩)

তারার চোখে তন্দ্রা এলো চাঁদ ঘুমালো ওই,
তোমার আমার চোখের পাতায় ঘুম আসে আর কই
এবার গাইবো আমি, শুনবে তুমি
আমার এ গান খানি
আমি জানি জানি জানি
আমি জানি জানি।
ঝাউ বনেরি ফাঁক দিয়ে
বউ কথা কও ডাক দিয়ে
গান আনে মোর চিত্তে
সুর-নৃত্যে
তাই মুখর হলো প্রেমের সুরে লাজুক যতো বাণী!
এই তো দিলেম সাড়া,
তোমার মাঝে আমায় তুমি করলে দিশেহারা
মালার সাথে তাই যেন
মনের পরশ পাই যেন
সাধ ছিলো যাহা স্বপ্নে
মধু-লগ্নে
ওগো, সত্যি করেই এ জীবনে তুমি দিলে আনি।

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়

এমার প্রডাকসনের

রহস্য-রোমাঞ্চ

চিত্র

অলৌকিক

কাহিনী ও পরিচালনা

নরেশ মিত্র

এস. বি. প্রডাক্সনের

নিবেদন

৺নিশিকান্ত বসুর

পথের শেষে

শ্রীবিষ্ণু

পিক্চার্স লিমিটেড

পরিবেশক শ্রীবিষ্ণু পিক্চার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুবিলী প্রেস্ কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত